Discuss
1. Nature and Scope of Ethics:
নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও পরিধি ব্যাখ্যা কর।

Ans: ইংরেজী এথিক্স "Ethics" শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ এথিকা 'Ethica' থেকে, যার অর্থ হল রীতি-নীতি, আচার-আচরণ। Ethics কে অন্যভাবে মরাল ফিলোসফি (Moral philosophy) বা নীতি দর্শন ও বলা হয়। আর মরাল (Moral) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "মোরেস" (Mores/Moral) থেকে। 'মরেস' (Mores) শব্দটির অর্থ হচ্ছে রীতি-নীতি বা অভ্যাস। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের রীতি-নীতি আচরণ বা অভ্যাস জাত আচরণ। ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন:- নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের 'চরিত্র' বা 'Character' বা আচরণ (Conduct) ঔচিত্য, বা ভালোত্ব। মানুষের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচরণের মাধ্যমে। সেইজন্য মানুষের আচরণ নৈতিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

অধ্যাপক জে ম্যাকেঞ্জির মতে, নীতিবিদ্যা হল আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ সম্পর্কিত আলোচনা। এটি মানব আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি আদর্শমূলক ঔচিত্য বিষয়ক বিজ্ঞান। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার ন্যায় বা অন্যায়, ভালো বা মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, ঔচিত্য বা অনৌচিত্য প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে।

~~তাই~~ পল টেইলারের মতে, নীতিবিদ্যা হচ্ছে নৈতিকতার প্রকৃতি ও ভিত্তি সম্পর্কিত দার্শনিক অনুসন্ধান মূলক একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। তিনি নৈতিকতা শব্দটির দ্বারা নৈতিক অবধারণ, মানদণ্ড ও আচরণ যাচাইয়ের নিয়মাবলি প্রভৃতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে নৈতিকতা শব্দটির দ্বারা তিনি কেবল মাত্র সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত নৈতিক অবধারণ, মানদণ্ড ও আচরণ-যাচাইয়ের নিয়মাবলির প্রতি নির্দেশ করেননি। বস্তুত তিনি নৈতিকতা বলতে ঐ সকল নৈতিক অবধারণ, মানদণ্ড ও আচরণ যাচাইয়ের নিয়মাবলির দিকে নির্দেশ করেছেন যেগুলোর যৌক্তিকতা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাচাই-বাছাই ও সমর্থন নির্ধারণ করা সম্ভব। নীতিবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিক অবধারণ, নৈতিক মানদণ্ড ও নৈতিক নিয়মাবলিকে প্রকাশ্যত যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। সুতরাং চিন্তা ও বিশ্লেষণ ও যাচাই করা। ~~সুতরাং চিন্তা ও বিশ্লেষণ ও যাচাই করা~~ এবং এদের যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতাকে তলানোর খতিয়ে দেখা।

উইলিয়াম লিলির মতে, নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ-সম্পর্কিত এরূপ একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যা আচরণের ন্যায় বা অন্যায়, ভাল বা মন্দ, উচিত বা অনুচিত ~~দায়িত্ব, বা অনৌচিত্য~~, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এরূপ অন্যান্য নৈতিক আচরণের বিশ্লেষণ করে।

নৈতিক বিচারের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করলে [illegible] নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও পরিধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

P.T.O

নৈতিক বিষয়ের (বালার্ষ) হল : ৩৭
নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ-বিজ্ঞান, এর কাজ হল নৈতিক নিয়মাবলী ও নৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলির ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত, অনুচিত, দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি মূল্যায়ন করা।

নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ-নিয়ে আলোচনা। মানুষের অনৈচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা নীতিবিদ্যার কাজ নয়। এখানে ঐচ্ছিক আচরণ বলতে মানুষের সেই সকল আচরণকে বোঝানো হয় যে গুলো প্রত্যেক ব্যক্তি কোন প্রকার প্ররোচনা ও প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করে। আর অনৈচ্ছিক আচরণ বলতে বোঝায় সেই সব আচরণ যেগুলি মানুষ স্বেচ্ছায় করে না, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয় বা প্রভাবিত হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে করতে বাধ্য হয়।
নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।
মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান অর্থনীতি, ~~জ~~ প্রভৃতি মানুষের সার্বিক আচরণের প্রকৃতি ও জীবন ধারণের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে নিছক বর্ণনা করে মাত্র বা তাত্ত্বিক আলোচনা করে।
কিন্তু
নীতিবিদ্যা যে কোন মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ ও কাজ নিয়ে আলোচনা ~~করাই~~ নীতিবিদ্যার লক্ষ্য, কারণ, কেবল মাত্র সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ বা কাজ নিয়ে আলোচনা করাই নীতিবিদ্যার ~~কাজ~~ লক্ষ্য। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন জঙ্গলে বা ~~পাহাড়ের~~ জলের

গভীর জলদেশে বা জনশূন্য মরুপ্রান্তে অসমাজবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নৈতিক মূল্যায়নের বিষয়বস্তু নয়। কারণ- তাঁরা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস না করার ফলে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন এবং এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তাঁদের কাজকর্ম বা আচরণ- অর্থাৎ- জনবসতি এলাকায় সমাজবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষের আচরণ- বা কাজের ওপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না। সুতরাং তাদের আচরণ, আদর্শ এবং কাজ- কর্ম- ভাল বা মন্দ- তাতে সমাজের কিছু যায় আসেনা। তাই পাগলের প্রলাপ, মানসিক রোগীর ক্রিয়া, নাবালক শিশুর ক্রিয়া - নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয় নয়।

৪) উক্ত প্রতিটি মানুষের আচরণ ও কাজের মূল্যায়নের জন্য- কিছু নৈতিক নিয়ম-কানুন ও মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নৈতিক নিয়ম-কানুন ও মানদণ্ড ছাড়া মানুষের আচরণ ও কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাই নীতিবিদ্যা নৈতিক নিয়মাবলি ও মানদণ্ডের অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং সঠিক নৈতিক নিয়মাবলিকে ও মানদণ্ড নির্ণয়ের চেষ্টা করে। এই সকল নৈতিক নিয়ম কানুন ও মানদণ্ড কিভাবে মানুষের জীবনকে আদর্শ ও সুস্থজীবনযাপনে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে তার সঠিক পথনির্দেশ করতে ও সচেষ্ট হয়।

একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা নীতিবিদ্যার আলোচ্যসূচীতে যে ব্যাপক

পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখছি তা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। এখন নীতিবিদ্যার আলোচ্য সূচীতে ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটেছে, তাই এখনকার নীতিবিদ্যার উপযুক্ত সংজ্ঞা নীতিবিদ্যার সঠিক রূপরেখা আঁকা সম্ভব নয়। বিশ শতাব্দীর শুরুতে অধ্যাতাত্ত্বিক পরনীতিবিদ্যার অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার ব্যাপক বিস্তার ও প্রসারের ফলে বিশেষ করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার অভ্যুদয়ের ফলে নীতিবিদ্যার আলোচনার প্রেক্ষাপটে ঘটেছে বিরাট পরিবর্তন ও বিপ্লব। তাই নতুন সময় নীতিবিদ্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ থাকলেও এখন আর একমাত্র মানব আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়নই নীতিবিদ্যার মুখ্য ও একমাত্র কাজ বলে গণ্য করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে নীতিবিদ্যা মানব আচরণ-বিধি যেমন আলোচনা করে, তেমনি প্রকৃতিতে বিরাজমান জীবজন্তু, ভূমি, গাছপালা, জলবায়ু-আবহাওয়া, পাহাড় পর্বত, নদনদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি জৈব ও অজৈব সবশ্রেণীর সদস্যদের সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করে।

অপর দিকে আদর্শ নিষ্ঠ নীতিবিদ্যার ব্যবহৃত নৈতিক বাক্য অবধারণের ও ভাবনাপ্রয়াস দিক দিয়ে আলোচনা করে ও বিশ্লেষণ করে। আলোচনা করে নৈতিকতার প্রকৃত

বিশ্লেষণ, যৌক্তিকতা এবং নৈতিক যুক্তির স্বরূপ, যুক্তির আকার এবং নৈতিক জ্ঞানবিদ্যার স্বরূপগত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ নিয়ে। অর্থাৎ আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত শব্দ, প্রত্যয় এবং নৈতিক অবধারণ সমূহের স্বরূপগত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করা ও এখন নীতিবিদ্যার একটি (উল্লেখ যোগ্য) কাজ। ব্যবসা, বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশাজীবিদের পেশাগত দায় দায়িত্ব, চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের দায়িত্ব কর্তব্য, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ, ও প্রতিকারের উপায়, পরিবেশকে মানুষের বাসযোগ্য করার উপায় উদ্ভাবন — এই সব ব্যাপারে দায়দায়িত্ব কার ও কার বর্তায়, ভবিষ্যতে পরিবেশকে কিভাবে সুস্থ রাখা যাবে, নতুন নতুন প্রযুক্তি মানব কল্যাণে কী ভূমিকা রাখবে যা রাখতে পারে, কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পরিমাণ কিভাবে দ্বিগুণ/তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাবে সে আলোচনা- এখন নীতিবিদ্যার কাজ বলে গণ্য)-, ইতিমধ্যে প্রজনন বিদ্যায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, টেস্ট টিউব শিশুর জন্মদান সম্ভব হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ক্লোন মানব। গবেষণা চলছে জিন তত্ত্ব প্রক্রিয়া এখানেরে। এগুলো ভবিষ্যত ভবিষ্যতে মানব সমাজকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে তাও নীতিবিদ্যারই মুখ্য কাজ বলে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত হচ্ছে। বস্তুত সাম্প্রতিককালে এই নীতিবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এককথায় নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় অনেক ব্যাপক ও পরিধি অনেক বিস্তৃত।

—o—